পহেলা বৈশাখঃ ঐক্য, মমতা ও ভালবাসার উৎসব

-জাহেদ আহমদ
anondomela@yahoo.com

মাতৃবিয়োগ উপলক্ষে সান্ত্বনা যোগাতে দেশ থেকে ফোন করেছিলেন আমার ছোট চাচা। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে টেলিফোনে শোনা গেল- গুড়ুম গুড়ুম মেঘের ডাক। শুনতে পেলাম চাচা পড়ছেন, *'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা .....'*। *"শুনলে বাবা, মেঘের ডাক। বৈশাখ মাস এসে গেছে"*, আমার উদ্দেশে বললেন চাচা। একে একে অনেক গুলো স্মৃতি মনের জানালায় ভিড় করলো।

কাল-বৈশাখী ঝড় কখনো কখনো গভীর রাত্রে গ্রামের বাড়িতে হানা দিত। সাঁ সাঁ শব্দে দমকা বাতাস দরজায় এসে প্রচন্ড বেগে ধাক্কা দিত। বাড়িতে সে সময় আমাদের টিনের চালা ছিল। দমকা হাওয়ার সাথে বৃষ্টিসহ আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত শিলা-পাথর চালাতে তখন ভয়ানক শব্দের সৃষ্টি করত। শিশু মনে মনে এত- একেই বুঝি বড়রা কেয়ামত বলেন! তবু ও আশ্রয়ের একটা বিশেষ জায়গা ছিল। আমার মায়ের বুক। মা আমার মনের শংকা টের পেতেন। শাঁড়ির আঁচলে পরম মমতায় লুকিয়ে রাখতেন। মাকে বার বার বলতাম, *"আম্মা, ওই দোয়াটা পড়া শুরু করছ না কেন?"*। মা পড়া শুরু করতেন, *"আসমান জমিন যার, দোহাই দেই আমি তার, দোহাই আল্লার, দোহাই খোদার"।* সে সময় মনে হত- যত বড়ই ঝড়-তুফান আসুক না কেন, পৃথিবীর কোন দুর্যোগের সাধ্য নেই আমাকে আমার মায়ের বুক থেকে কেড়ে নেয়। আমার সে মা বিগত হয়েছেন গত চার দিন আগে। মায়ের মুখ শেষবার দেখেছিলাম প্রায় পাঁচ বছর আগে। আমি মাকে দেখিনি- তাতে যতটা না কষ্ট, তার চেয়ে বেশি কষ্ট মা তাঁর ছোট ছেলেটির মুখ শেষ বারের মত দেখতে পারলেন না। মা বার বার বলতেন, সন্তানের জন্য টান সেদিন বুঝবি, যেদিন তোরা নিজেরা সন্তান পাবি। এই বত্রিশ বছর বয়সে ও রং বেরঙ্গের হরেক রকমের ভালোবাসা দেখার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু তুলনাবিহীন কেবল মনে হয়েছে মায়ের ভালবাসাকে। পৃথিবীর সমস্ত মায়েরা তাঁদের সন্তান দের নিয়ে সুখে থাকুন, স্মৃতি রোমন্তনের বৈশাখ মাসে এই আমার কামনা। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের এবার একটু বাইরে যাওয়া যাক।

পহেলা বৈশাখ বাঙ্গালীর অন্যতম প্রধান উৎসব। জাত-ধর্ম ও বর্ণের সকল ভেদাভেদ মুছে অল্প স্বল্প যে কটি উপলক্ষ বাংলা ভাষাভাষী লোকদের কেবল মাত্র বাংগালী পরিচয়ে মাতিয়ে রাখে, সেগুলির মধ্যে পহেলা বৈশাখ অন্যতম। পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারী, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বসন্ত উৎসব- এগুলি কেবল উৎসবই নয়; বাঙ্গালীর ইতিহাস,

ঐতিহ্য ও আত্ম-পরিচয়ের শেকড় এগুলির মধ্যেই রয়েছে গভীরভাবে প্রোথিত। এ কথাটি অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী না জানলে ও, যারা স্বাধীনতা ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের শত্রু, তারা ঠিকই জানে। আর তাই বাংলা বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে কখনো বোমা-গ্রেনেড দিয়ে আঘাত হানা হয়, কখনো বা আঘাত হানা হয় নানা রকম কুপ্রচারণা দ্বারা। যেমন- *পহেলা বৈশাখ উদযাপন হচ্ছে হিন্দুদের সংস্কৃতি।* আমাদেরকে জানতে ও দেয়া হয় না- পাক-ভারত উপমহাদেশে বাংলা নববর্ষের সর্বপ্রথম যিনি প্রবর্তন করেছেন, তিনি নিজে শুধু মুসলমানই ছিলেন না, বরং সারা পৃথিবীর মুসলমানদের ইতিহাসে অন্যতম একজন উদারপন্থী শাসক হিসেবে পরিচিতি রয়েছে তাঁর। আমি এখানে *তরিক-এ-ইলাহী* সাল ও *দীন-ই-ইলাহী* ধর্মীয় মতের প্রবর্তক বাদশাহ শেখ জালালুদ্দিন মুহাম্মদ আকবরের কথাই বলছি।

বাংগালী জাতীয়তাবাদ, উদারচেতনা ও স্বাধীনতার শত্রুদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত। বাঙ্গালী মুসলমানদের পরিচয়ের "বাংগালী" দিকটি পুরোপুরি মুছে ফেলতে যত ধরনের কদর্য, নোংরা ও মিথ্যা, কিংবা খন্ডিত সত্য (তা ও এক ধরনের মিথ্যা বলেই আমি মনে করি- লেখক) প্রচারণার দরকার, এরা তার সবগুলিকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, করছে। একটি উদাহরণ টেনে লেখা শেষ করছি।

রবীন্দ্রনাথকে নজরুলের *প্রতিপক্ষ*, কিংবা *বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্রকারী* হিসেবে দাঁড় করানোর কূট কৌশলটির সাথে আমি সেই ছোট বেলা থেকেই পরিচিত। বলতে লজ্জা নেই, কিছুকালের জন্য নিজে ও এরকম কূপমন্ডূকতায় প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। যারা রবীন্দ্রনাথকে নজরুলের *শত্রু*, কিংবা নজরুলকে কেবলই একজন *সাচ্চা মুসলমান* বানিয়ে সাধারণ আম জনতা মুসলমানের সহানুভূতি লাভ করতে চায়, তাদের মুখে কখনোই আপনি শুনতে পাবেন না যে- কাজী নজরুল রবীন্দ্রনাথকে *গুরুদেব* ছাড়া সম্বোধনই করতেন না। নজরুল তাঁর একাধিক নাটকে রবীন্দ্র সংগীত ব্যবহার করেছেন। *সঞ্চিতা* কাব্য নজরুল উৎসর্গ করেছেন , তাঁর ভাষায়, *বিশ্ব কবি সম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* কে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ *সঞ্চয়িতা* উৎসর্গ করেছেন তাঁরই স্নেহভাজন নজরুলকে। নজরুলের গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনতব্যঃ *" নজরুল বাংলা গানের জগতে বসন্ত এনেছে"।* অনেকেই জানেন, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত *"গোরা"* উপন্যাস অবলম্বনে ব্রিটিশ আমলে প্রথম যে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়, সেটির সংগীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল। উল্লেখিত উদাহরণগুলি নজরুল-রবীন্দ্রনাথের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের অসংখ্য উদাহরণের অল্প কয়েকটি মাত্র। মজার ব্যাপার, পাকিস্তান পিরিয়ড এবং বর্তমান বাংলাদেশে যেসব মৌলবাদী সমাজ নজরুলকে কেবল মাত্র একজন মুসলমান হিসেবে চালিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে, তাদেরই পূর্বসুরীরা এক সময়কে নজরুল কে *কাফের* ও *হিন্দুদের ক্রীড়ানক* বলে উপহাস করেছিল যখন নজরুল তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতায় *হিন্দু-মুসলমানের সেতু-বন্ধন কামনা* করেছিলেন। মুসলমান মৌলবাদীদের বাংগালী সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচারণ তাই ইসলাম রক্ষার জন্য নয়, বরং আসল কারণটি এই- পহেলা বৈশাখ , বা এই জাতীয় উৎসব কোন ক্রমেই যেন বাঙ্গালীদের মাঝ থেকে জাত-

ধর্ম-বর্ণের দেয়াল তুলে দিয়ে তাঁদের এক করে ফেলতে না পারে।

মুসলমান মৌল বাদীদের পাশাপাশি হিন্দু মৌলবাদীদের কূপমন্ডূকতার উদাহরণের ও উল্লেখ করা উচিত। উপমহাদেশে ক্বোরাণের সর্ব প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন ভাই শ্রী গিরিশ চন্দ্র সেন। ইতিহাস থেকে গিরিশ চন্দ্রের এ অবদানের কথা চাইলে ও মুছে ফেলা যাবে না। তবে অনেক রক্ষণশীল হিন্দু পাশাপাশি এ কথাটি স্বীকার করতে ও এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগেন যে, উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সংস্কৃত থেকে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করা হয় তেরো শতকের শেষের দিকে সুলতান নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ শাহের আমলে, স্বয়ং সুলতানের তত্ত্বাবধানে। এসব উদাহরণ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের প্রীতি ও বন্ধুত্বের ইতিহাস বহু কালের। বাঙ্গালী সংস্কৃতি তাই হিন্দু, বা মুসলমান কারোই এক চোটিয়া সম্পত্তি নয়, এটি আমাদের সকলের; পৃথিবীর সকল স্থানে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত বাংগালীদের। *পহেলা বৈশাখ* জাতীয় উৎসব বেশী বেশী পালন করে এ কথাটি ধর্মান্ধ গোষ্ঠী ও রক্ষনশীলদের বুঝিয়ে দেয়া দরকার, যারা বাঙ্গালীর বৃহত্তর ঐক্যের চিরকালীন শত্রু।

আসুন, সকলে তাই মেতে ওঠি বৈশাখের উৎসবে। নববর্ষের শুভেচ্ছা রইলো পৃথিবীর সকল স্থানের বাঙ্গালীদের প্রতি।

(সমাপ্ত)

লং আইল্যান্ড

পহেলা বৈশাখ, ১৪১২ সাল